শিশু ও শিশু শ্রম

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সব মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আঁতুড় ঘর থেকে যে শিশুর যাত্রা এই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ। শিশু বলে তার জন্য অনেক বাধ্যবাধকতা শিথিল থাকে যা ১৮ বছর পার হতেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। শিশুদেরকে এই অন্তর্বর্তী সময়ে কায়িক পরিশ্রম থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে যাতে সাবলিলভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব হয়। জাতি সংঘ শিশু অধিকার সনদে তাই শিশু শ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে এই নিষিদ্ধ শিশু শ্রম আর নিষিদ্ধ থাকেনি, দেশের অনেক শিশুই নানা পেশায় শ্রম দিয়ে যাচেছ। ফলে এসব শিশু তাদের শৈশবকালের চমৎকার সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচেছ, তলিয়ে যাচেছ নিরক্ষরতার অতল গহ্বরে। জীবনের শুরুতে এসব শিশু ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে তাদের জীবন, আক্রান্ত হচেছ নানা জটিল ব্যাধিতে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী দাবি উঠেছে শিশু শ্রম বন্ধের, নিরাপদ শৈশবের, শিশু অধিকার বাস্তবায়নের।

বিভিন্ন আইন ও ঘোষণায় ১২ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত সকলকে শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫-তে ১২ বছর, খনি আইন ১৯২৩, শিশু বন্ধক আইন ১৯৩৩, শিশু অ্যাক্ট ১৯৩৮, শিশু নিয়োগ আইন ১৯৫৫ ও চা বাগান শ্রম অধ্যাদেশ ১৯৬২-তে ১৫ বছর, কারখানা আইন ১৯৬৫-তে ১৬ বছর এবং জাতি সংঘ শিশু অধিকার সনদসহ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন অধ্যাদেশ ১৯৬১-তে ১৮ বছর পর্যন্ত সব মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ১৮ বছর পর্যন্ত এই সময়টাকে শৈশব হিসেবে ধরা হয়। অবশ্য এরই মাঝে কৈশোরও উঁকিঝুঁকি দেয়, বয়ঃসন্ধিকাল আসে, পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়, শিশুরা হঠাৎ করে তাদের চেনা জগতে অচেনা বিকাশের উপস্থিতি টের পায়। পুরো মানব জীবনে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণভাবে বলা যায়, শৈশবকালে অর্থের বিনিময়ে কোনো শিশুর কায়িক পরিশ্রমে জড়ানোই হলো শিশু শ্রম। বিভিন্নভাবে শিশুরা শ্রমিকের কাজে সম্পৃক্ত হচেছ। কেবল শ্রমিকের কাজ নয়, শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকিপুর্ণ কাজেও নিয়োজিত হচেছ। এর পেছনে মূখ্য কারণ হচেছ দারিদ্র। দারিদ্রের কারণে শিশুরা আজ কাগজ কুড়ানো, বাজারে ব্যাগ বহন, রিক্সা-ভ্যান ঠেলা, হোটেল-চা দোকানে বয়-এর কাজ, নির্মাণ শ্রমিক, স্টেশনে কুলির কাজ, গৃহভৃত্য, জুতা পালিশ, ওয়ার্কশপের কাজ, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের কাজ, ব্যাটারী-সিলভার-প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরীর কারখানা, ট্যানারী শিল্পসহ বিভিন্ন স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বেশীরভাগ

ক্ষেত্রে শিশুরা কেবলমাত্র তাদের জীবন ধারণের জন্য এসব কাজ করছে। শুধু তাই নয়, এই শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থে প্রায় ক্ষেত্রে তাদের সংসার চলে।

শিশুরা যেসব কাজ করছে তার সংক্ষিপ্ত তালিকায় আমরা দেখেছি, শিশুরা সাধারণ কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায়ও নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাধারণ সভার ১৮২ নং কনভেনশনে যেসব কাজকে খারাপ ধরনের শিশু শ্রম হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ

১) সব ধরনের দাসত্ব, শিশু বিক্রয়, পাচার, ভূমি দাস, বাধ্যতামূলক শিশু শ্রম,
২) পতিতাবৃত্তি, অশ্লীল ছবি তৈরীর কাজে ব্যবহার,
৩) ড্রাগ তৈরী ও পাচারের কাজে ব্যবহার,
৪) শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে হানিকর কোনো কাজ।

সব ধরনের শ্রমই শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও নিষিদ্ধ হলেও বেশ কিছু শ্রমকে অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশু শ্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) ১১ ধরনের কাজকে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশু শ্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে ঃ ১) যৌনকর্মী, ২) চোরাচালানী কাজে শিশু ব্যবহার, ৩) বিড়ি, ব্যটারীসহ রাসায়নিক কারখানায় শিশু শ্রম, ৪) গ্লাস ফ্যাক্টরী, ৫) ট্যানারী, ৬) লবণ কারখানা ৭) পরিবহন ক্ষেত্রে (টেম্পু ও মিনিবাস হেলপার ও চালক, রিক্সাচালক, ভ্যানচালক ইত্যাদি), ৮) ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ, ৯) উটের জকি হিসেবে ব্যবহার, ১০) মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র বহন কাজে ব্যবহার এবং ১১) ওয়েল্ডিং-এর কাজ।

শিশু শ্রম বিষয়ে সারাদেশের যে চিত্র তার চেয়ে কোনো ভালো অবস্থানে নেই চট্টগ্রাম। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের অবস্থা আরো নাজুক। বিশেষত: বন্দর শহর হওয়ার কারণে চট্টগ্রামে শিশু শ্রমের সুযোগ বেশী। এছাড়া, এখানে এমন কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটেছে যেখানে শিশু শ্রমের ব্যবহার বেশী। যেমন- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, লবণ কারখানা, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি। অন্যদিকে, পতিতালয় এবং মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানেও শিশুদের ব্যবহার অত্যস্ত সাধারণ।

আজকের শিশু আগামী দিনে দেশের হাল ধরবে। তাদের বেড়ে উঠা, শিক্ষা, মৌলিক অধিকারের প্রাপ্তি, সর্বোপরী তাদের সুস্থ বিকাশের উপর নির্ভর করছে তারা অনাগত দিনে দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে। শিশু শ্রম শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধক। আর তাই বিশ্বব্যাপী দাবি উঠেছে শিশু অধিকার রক্ষার, শিশু শ্রম বন্ধের। ঘাসফুল সমাজের অধিকার বঞ্চিত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। আজকের এই দিনে আমরাও তাই সমস্বরে বলতে চাই–শিশু শ্রম হ্রাসকরণ নয়, বন্ধ হোক প্রজন্মের পর প্রজন্মে পঙ্গুত্ব সৃষ্টিকারী সর্বনাশা এই খেলা।

শিশু শ্রম বন্ধ করা এখন কেবল সময়ের দাবিই নয়, অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শিশু শ্রম বন্ধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১) প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন,
২) শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন– নিয়োগকর্তাকে শাস্তি প্রদান,
৩) শিশু শ্রমিকের নিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, যেমন– ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে গৃহভৃত্যদের বিরত রাখতে বেতার-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচার,
৪) শিশু নির্যাতনকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিকভাবে বয়কট করা,
৫) শিশুদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারীভাবে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন–সত্যিকারের অক্ষম শিশুদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এখন প্রায় এক কোটিতে দাঁড়িয়েছে যা মোট শিশুর এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি। নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমসহ ৯৪ শতাংশ শিশু শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং বাকি ছয় শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত রয়েছে। এদের মধ্যে ৪৭ ধরনের কাজ রয়েছে যা শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিসীম দারিদ্রসহ ২৫ টি কারণে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে। এ কারণগুলোর মধ্যে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, পারিবারিক বিচ্ছেদ, পিতার (উপার্জনক্ষম ব্যক্তির) মৃত্যু বা স্থায়ী অনুপস্থিতি, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, অনাকর্ষণীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, শহরে বস্তি বিস্তার, পিতা-মাতার পেশা, শিশুশ্রমের নিম্ন মজুরি, জনসংখ্যার উর্ধগতি, প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে সৃষ্ট দূরবস্থা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি। এছাড়া, নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম যেমন, যৌনকর্ম ও মাদকদ্রব্য পাচারে ব্যবহৃত হওয়াসহ তিনশ' ধরনের অর্থনৈতিক কাজে শ্রম দিচ্ছে এসব শিশু।

একটি তথ্য আমাদের ভয়ানক রকম শঙ্কিত করেছে---বিভিন্ন অভিযোগে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেই আটক আছে ৪ শতাধিক শিশু। সারা দেশে কত জন শিশু কারান্তরীণ আছে সে তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা আশঙ্কা করছি, এ সংখ্যাও খুব ছোট হবে না।
আমরা শিশুদের নিয়ে সারা বছর নানা অনুষ্ঠান আয়োজন ও দিবস উদ্‌যাপন করে যাচ্ছি, কিন্তু দেশের ৫ কোটি ১৫ লাখ শিশুর প্রায় ১ কোটি আজ অন্ধকারের কানা গলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই শিশুদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা এবং সত্যিকারের কিছু করার সময় এসেছে। তাই আমরা চাই, প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ হোক ও যে আইন প্রণীত হতে যাচ্ছে তা সময়োপযোগী হোক, শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পদক্ষেপ, যেমন– নিয়োগকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হোক, শিশু শ্রমিকের নিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, যেমন– ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে গৃহভৃত্যদের বিরত রাখতে বেতার-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হোক, শিশু নির্যাতনকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিকভাবে বয়কট করা হোক, শিশুদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারীভাবে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন–সত্যিকারের অক্ষম শিশুদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পশ্চিম মাদার বাড়ী, চট্টগ্রাম